কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি

অরুন্ধতি ভট্টাচার্য

কোয়েল মুখে একসঙ্গে দুটো টোস্ট ঠেসে কলার দিকে সবে মাত্র হাতটা বাড়িয়েছে এমন সময়ই বিষণ আর পঞ্চম একসঙ্গে ওকে খানিকটা ঝাঁকিয়ে দিল। গিরিজাদি জল নিয়ে ছুটে এসেছে, পিঠে হাত বোলাচ্ছে...আর কোয়েল দমবন্ধ কার কাশি কাশছে। মোবাইলে পঞ্চম গেয়ে চেলেছে– 'দিল লেনা খেল্ হ্যায় দিল্দার কার...।' এটা তাতাইযের কীর্তি। বেড়ে পাকামো মেরে এই গানটাকে রিং টোন করে দিয়েছে। দিদির মোবাইলটা না ঘাঁটলে চলে না বেয়াদপটার। কাশি সামলে ফোনটা ধরা গেলনা। কেটে গেছে। পকেট খসিয়ে গ্যাঁটের টাকা খরচ করে উল্টে ফোনটা করতে হলো কোয়েলকেই। বছরখানেক হলো ও একটা অ্যাড এজেন্সিতে ঢুকেছে। বিরাট কিছুনা, তবে মন্দও না। মালিক অঞ্জন ব্যানার্জ্জী। ছ'ফুট হাইট। ছিপ্ছিপে একহারা, শ্যামবর্ণ। চোখ আর ঠোঁটের একটা বিশেষ ভঙ্গী মর্মভেদী। এক কথায় ফেলুদার একটি রোমান্টিক সংস্করণ। সেই হেন মালিকের পি.এ. কোয়েল। যাদবপুর থেকে মাস কমিউনিকেশান নিয়ে ডিপ্লোমা করার পর যখন 'পঞ্চা কেটে পর' গোছের একটা ভাব এসে গেছিল কোয়েলের মধ্যে তখনই এই পঞ্চত্ব থুরি বরপ্রাপ্তি... ধুত্তোর চাকরি প্রাপ্তি। চাকরিটা ওর বরাত জোরেই জোটে। কারণ মাস্তুতো দাদা ঋতের সঙ্গে কমলিকার জোট তখন প্রায় ভাঙতে বসেছিল। কোয়ালিশান সরকার গঠন করার দক্ষতায় কোযেল নিজ দক্ষতা ও দায়িত্ব ঋত কমলিকা জোটকে সুখি দম্পত্তি তে নিযে যেতে সর্বার্থে সক্ষম হয়েছে। এই চাকরিটা ছিল ঋতদার তরফ থেকে 'ক্ষমতাহীন সরকার কে দক্ষতাজনিত কোযালিফিকেশানের জোরেই ঋতদা তার অভিন্নহৃদয বন্ধু অঞ্জন ব্যানার্জ্জীর কাছে কোয়েলের নামটা সুপারিশ করেছিল। যাক্গে...নিন্দুকেরা কার্য কারণ নিযে বিশ্লেষণ করুক, চাকরিটা কোয়েলের জুটে গেল। যদিও কর্মক্ষেত্রে ওর বিশেষদক্ষতা প্রকাশের সুযোগ বা কারণ কোনোটিই ঘটেনি এখনও পর্যন্ত! বিজ্ঞাপনের ক্যাপশান, বডিকপি, ফটোশপে প্রেসেন্টেশানে অঞ্জনদাকে সাহায্য করা ছাড়া আর তেমন কোনো গুরুভাব কোয়েলের ওপর নেই। মাস দুয়েক হলো ক্লাযেন্ট ভিজিট করে তাদের ভজনা ও বিজ্ঞাপনের দেয় আদায় করতে মাঝে মাঝে যেতে হচ্ছে কোয়েলকে। এক কথায় চাকরিটা ও ভালোই উপভোগ করছে। এমনকি পি.এ হবার ভয় ভয় ব্যাপারটাও কেটে গেছে ওর। মনিবটি একেবারে নিরেট - বাজ পড়া নারকেল গাছ। বন্ধু-বয়স্ক হলে কোয়েল বলেই ফেলত– 'এমন ঠান্ডা মেরে থাক কেন গুরু।'...তাই আজ সকাল থেকে বার তিনেক ফোন আসায় একটু বেশিই কৌতুহল হচ্ছে কোয়েলের। হতে পারে অঞ্জনদা বড়ো কোনো মক্কেল ধরেছে। ও ফোনটা করা মাত্র ওপাশ থেকে মনিব বলে উঠল–

তাড়াতাড়ি আয়।

কী ব্যাপার! এত জরুরি তলব! গত কয়েক মাসে যতটুকুসে চিনেছে তাতে ঠিক উদ্বেলিত হবার পুরুষ অঞ্জন ব্যানার্জী নয়। 'মানবজমিন রইল পতিত...' অ্যাড এজেন্সির থেকে ঢের বেশি যোগ্য জায়গা ছিল ওর ডিকেক্টটিভ এজেন্সি। অফিসে ঢুকে নিজের টেবিলটায ব্যাগটা রাখতে না রাখতে রতন উপস্থিত–

–দাদাবাবু বলছেন ওনার গাড়িতে গিয়ে বসতে।

অভাবনীয়। এত কালতো একটা বাইক সম্বল করেই আসত অঞ্জনদা। আজ একেবারে গাড়ি। ভাবতে ভাবতে স্যান্ট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, কোয়েল। এ ধরনের দো টানা ওকে বেশ ভোগায়। সামনের সিটে না পিছনে? 'এটিকে বলে সামনে বসতে...কিন্তু সামনের সিটে বসা ব্যাপারটা একটু 'ইয়ে'...কী করা যায়। মনিবের গাড়িতে এই প্রথম উঠছে কোয়েল। ওহ্ এইসব চিড়্বিড়ে সমস্যা যে কেন থাকে ? ঋতদা বলেছিল অঞ্জনদার নাকি 'হেব্বি 'বড়ো লোক' কিন্তু বড়োলোকি দেখায় না– লো প্রোফাইল মেইনটেইন করে– গাড়ি করে ঘুরে বেড়াতে নাকি রুচিতে বাধে - দূষণ ছড়ায়... এরকম আরও কত কি! ন্যাকামি। ভন্ডামি। কোয়েল জানে স্ট্যান্ডার্ড বড়লোকদের এ ধরনের রোগ থাকে। মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের জায়গা জোগাড় করতে অঞ্জনদা হেথা - হোথা যায় বটে– স্পেস সেলিং কী ভজঘট ব্যাপাররে বাবা! অতর্কিতেই কোয়েলের খিঁচকুটে মনিব বলে উঠল–

–সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বোস্ তাড়াতাড়ি।

যাকবাবা নিজেই সামনের দরজাটা কুট করে খুলে দিল অঞ্জনদা। আচ্ছা, কুট করে গাড়ির দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে মাধবীলতার গন্ধের কী কোনো সম্পর্ক আছে। কোয়েল প্রায় .....মতো নাক কুঁচকে বোঝার চেষ্টা করছিল। এদিকে মবিন তো একদম ফেলুদার মুডে। কোনো রকম ভনিতা না করেই বলল–

–একটা পাঁচালো কেস আছে। অনিবার্য কারণ বশত আমি সামনে থাকব না। তোকে অনেকটাই সামলাতে হবে। যথা সময় যথাযথ নির্দেশ পেয়ে যাবে... আঁকুপাঁকু করা যাবে না।

কোয়েল খুবই রোমাঞ্চিত। প্রায় আহ্লাদিত বলা চলে। তবে এসব বাঙালি ভাবাবেগ ঢেকেঢুকে না রাখলে আজকাল না কি চলে না। ভালোমানুষের মতো প্রশ্ন করল

–মানে? কেসটা কি?

–একজন সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হবে। তোদের পাড়াতেই বাড়ি করে, এসেছে। বাড়ির নাম 'ভালোবাসা'।

–হ্যাঁ! হ্যাঁ! দাঁড়াও! দাঁড়াও...সান্যাল। ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকত আগে। মাস তিনেক হলো এখানে বাড়ি করে এসেছে। বাড়িটা ঘ্যামা।

–কাজটাও ঘ্যামা। ওদের ক্যেমিক্যাল ফেক্টরি আছে।

–তাহলে গন্ডোগোলটা কোথায়?

–বিস্তর গন্ডগোল

সৃষ্টিসন্ধান

—মানে?

—সেটাই তো খোঁজার, বোঝার আর জানার! আরেকটা কথা...

—কী

—যা বলব তা-ই করে যেতে হবে, মতান্তর এমনকি মনান্তর থাকলেও। কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না।

—ঠিক হ্যায়!

একটা ইউটার্ন মেরে আরও মিনিট পাঁচেক রাস্তা নীরবে গাড়ি চালিয়ে গেল অঞ্জনদা। কলকাতার বড়োলোক পাড়ার মধ্যে এই সময়ে যে ঠিক কী অভিযানে বেরিয়েছে তা মাথায় ঢুকছিল না কোয়েলের। হেঁয়ালি করার মতো কি আদৌ কিছু আছে এখানে...নাকি ক্যালিফোর্নিয়ার সান্যাল আসলে 'মগনলাল মেঘরাজ'—কোয়েল দেখল অঞ্জনদা একটা গাছের নীচে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে, উল্টোফুটে একটা আধুনিকা স্পা - নাম পক্ষীরাজ'। সিগারেট ধরিযে ধারালো দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অঞ্জনদা সেই দিকেই। অস্বস্তি হলেও নিজেকে বোঝাচ্ছিল কোয়েল - তোপসেদের অস্বস্তি হলে চলে না... লজ্জা শরম ভয় ত্যাগ না করলে..." পক্ষীরাজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। বিপুলাকার চেহারা। নিখাদ এন.আর. আই জৌলুস গাত্রবর্ণে। ফরসা করা হয়েছে এই বিপুলকায় দেহবর্ণকে। দেখতেও একসময় অসাধারণ ছিলেন সন্দেহ নেই। তবে বর্তমানে অতিরিক্ত মেদ সঞ্চারে ভীষণ রকম সৌন্দর্যহানি ঘটেছে। চুলগুলো স্ট্রেট্‌নিং করানো ওরঙিন। পরিধেয়টা শাড়ি হলে স্বস্তি পাওয়া যেত, কিন্তু বর্তমানে ক্যাপ্রি ও টাইট্‌স -এ কেমন যেন একটা হাঁস-ফাঁস অবস্থা! চোখে দক্ষিণী ফ্যাসানের সানগ্লাস ও হাতে একটি দমদার মোবাইল। ফোন করলেন, ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা ওপেল অ্যাস্ট্র এসে সামনে দাঁড়ালো। চলে গেলেন। অঞ্জনদা স্থির চোখে ওই দিকেই তাকিয়ে ছিল। মহিলাটির গাড়ি রওনা হওয়া মাত্র বলে উঠল কোয়েলের মনিব

—মক্কেল।

—আর অফিসের কাজগুলো?

—আপাতত ক্রিয়েটিভিটি শিকেয তুলে তোকে যে সখের গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। কার্য কারণ জিজ্ঞেস করা যাবে না, ওভার টাইম গোছের একটা টাকা পাবি।

—আর কি কি করতে হবে?

—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে তোর কয়েকটা ফটো শুট করতে হবে। আমিই তুলব। এবং ছবিগুলো ফেসবুকে আপলোড করব। ভাবিস না, সিপিয়া টোনে তুলব। তোকে ঠিক তুই বলে বোঝা যাবে না।

—মানে ওই মহিলার অন্ ও অফ্ লাইনের ইন্‌পো আমায় তুলতে হবে

—সাবস্ তোপ্‌সে!

কবে থেকে যে এই 'সাবাস তোপ্‌সে' টা শুনবে বলে কোয়েল অপেক্ষা করছিল! আনন্দে বিড়ি ধরিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। শুধু বাদ সধিছিল মাধবীলতার গন্ধটা আসছে যেন কোথা থেকে। সবচেয়ে মারাত্মক, ফেলুদা-তোপসে জুটিতে মাধবীলতার গন্ধ? —ডেডলি কম্বিনেশান। গাড়ি এবার চলছে বাইপাসের দিকে। কেন জানে না, মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে কোয়েলের। এমনকি বেপরোয়াভাবে পাশের লোকটাকে ঝাঁকুনি দিতে ইচ্ছে করছে...ব্যাটা পেঁয়াজি পেয়েছ? যা খুশি তাই করিয়ে নিলেই হলো ওকে দিয়ে। ক্রিয়েটিভ কিছু করবে বলেই অ্যাড এজেন্সিতে ওর চাকরি করা। এখন তা না করে, কোন এক ফ্যাটফ্যাটে ময়দার জালার পেছনে টিকটিকি গিরি করতে হবে। এই কাজ তো তাতাই অনেক ভালো পারবে। পাড়ার বেপাড়ার সব খবর ওর নখদর্পনে। একটা দারুন ইন্টারেস্টিং কাজে সবে হাত দিয়েছিল কোয়েল। একটা আয়ুবেদিক সংস্থা গোপনে মদ ছাড়ান' —এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিতে চায়। কোয়েল অনেক কষ্টে, নিজের অপরিমেয় প্রতিভা খসিয়ে তাদের রাজি করিয়েছে। দেবদাসের অ্যাঙ্গেল থেকে ব্যাপারটাকে ন্যারেট করতে। খরচ বেশি পড়ছিল— তা এটুকু না খসালে তো চলবে না চাঁদু। পুরো ফরম্যাটটা ফটোশপে তৈরিও করে ফেলেছিল কোয়েল। সেখানে একটা 'সেন্টি' টাইপ কবিতাও রয়েছে। ভেবেছিল আজ অফিসে বসে ওটা লিখে ফেলবে। বেশ একটা 'ক্রিযেটিভ' আমেজ আসছিল সকাল থেকে। সব দফা গয়া...মুটকিটা এসে সব গোলমাল করে দিল। এ জন্যই বাঙালির ব্যবসা হয় না। 'ফোকাসই নেই। যখন তখন হেথা হোথা স্যান্ট্রো নিযে ছোটো, আর ক্লয়েন্ট ভেগে যায়। আচম্‌কাই অঞ্জনদা প্রশ্ন করল,

—গোপনে মদ ছাড়ানোর কদ্দুর কী হল?

আজ ভীষণ বিষম দিন! এযে প্রায় অন্তযামী হয়ে যাচ্ছে। সামলে নিয়ে কোয়েল বলল,

—ফরম্যাটটা করে ফেলেছি। ক্যাপশানিংটা ভেবেছিলাম...

—পেন ড্রাইভে আমায় দিয়ে দে।

—আর ক্যাপশানটা?

—ওটা 'গোপনে মদ ছাড়ান' থাকাই ভালো। সহজ ভাষা। লোকে বুঝবে। তোর ক্যাব্যিতে পাব্‌লিক লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। সত্যিই মদ ছাড়তে যাবে, তাও প্রকাশ্যে।

ঝোলা থেকে পেন ড্রাইভটা বার করে সেটা মনিবের হাতে দিতে দিতে ভীষণ রকম বিচুটি পাতার অভাব বোধ করছিল সে। বাইপাস পার হয়ে একটা অন্যরকম রেস্তোঁরার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অঞ্জনদা বলল,

—যা ঢুকে পড়। ঠিক পেছনের দিকে বসবি যাতে কথাবার্তা শুনতে পাস। সব লক্ষ করবি। কাদের সঙ্গে বসেছে, কী খাচ্ছে, পারিবারিক তথ্য— সব খবর। আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই টেক্সট্ করবি। অন লাইনটা মাথায় রাখিস।

কোয়েল গাড়ি থেকে নামার সময় দেখল অঞ্জনদা দুটো হাজার টাকার নোট ওর ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এসব অভদ্রতাতে অভ্যস্ত

সৃষ্টিসন্ধান

কোয়েল। মেয়েদের ব্যাগ–এ জাতীয় কোনো ধারণাই নেই তার মনিবের। ভাগ্যিস কোয়েল অতটা ভদ্র নয়, তাই বেঁচে গেল লোকটা এ যাত্রায়। অফিসে বহুবার ক্ল্যায়েন্ট মিটিং এ সিগারেট রাখার জায়গা খুঁজে না পেয়ে জলন্দ সিগারেট কোয়েলের অঙ্গুলের ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে অঞ্জনদা– অবলীলায় কোয়েল হাসি মুখে তখনও পরিস্থিতি সামলেছে। ল্যাপটপে বিজ্ঞাপনের প্রস্তাবিত চিত্র প্রদর্শন করছে অঞ্জনদা, ফাঁকে ফাঁকে কোয়েলের আঙুলের ডগা থেকে সিগারেট নিয়ে টান দিচ্ছে। এক গুজরাটি ক্লায়েন্ট তো জিজ্ঞাসাই করে ফেল্‌ল–

–ম্যাডাম খুব এফিশিয়েন্ট অছেন, না?

দুই

কেতাদুরস্ত রেস্তোঁরার কাঁচের দরজা ঠেলে হিম শীতল অন্দরমহলে ঢুকলে বোঝাই যায় না, এটা পৃথিবীর কোন মেরু– দিন না রাত্রি? নীচু কাঁচের টেবিল, চারপাশে ঘেরা নরম গোলগাল সোফা। তার পাশেই রাখা বাহারি গাছ। আসল। খট মট নাম সব– কোয়েল মনে রাখতে পারে না। মহিলাটি বসেছেন কোনাকুনি তিন নম্বর সোফায়, আরও দুজন স্থুলাঙ্গীর সঙ্গে। কোয়েল ধীরে ধীরে হেঁটে খুব মানানসই ভঙ্গীতে মহিলাটির পিছনদিকে আড়াআড়ি বসল। মুটকি তখন নানাবিধ বিজাতীয় খাদ্য সহযোগে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মাশুগল। উচ্চ হাসি, মৃদু কথা– সব মিলিয়ে প্রথম তথ্যটা পেতে কোয়েলের সময় লাগল দশ মিনিট। নাম কৃষ্ণকলি সান্যাল। পরের টেক্সটা ও টাইপ করলো তাও পাঁচ মিনিটের মাথায় –কৃষ্ণকলির একটিই পুত্র সন্তান, নাম অয়ন। এদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলে ক্যালিফোনিয়াতেই দেওরের কাছে রেখে এসেছে। পয়লা মার্চ অয়নের জন্মদিন। এই রেস্তোরাতেই পার্টি দেবে। আজ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ফর্মালিটিটা পূরণ করবে। কৃষ্ণকলি অবলীলায় উল্টোদিকে বসা স্থুলাঙ্গী বন্ধুকে নিজের মেইল আইডিটাও বলল, এবার শুধুবাকি ফোন নাম্বারটা। এরা যেভাবে নিজেকে জাহির করতে অভ্যস্ত তাতে সেটা জোগাড় করাও অসুবিধার হবে বলে মনে হলো না কোয়েলের। কৃষ্ণকলিরা উঠে পড়ল। কোয়েল ওদের পেছন পেছন এল। এসব জায়গায় গ্রাহকেরা মতামত লিখে দেয় রিশেপ্‌শানে। কৃষ্ণকলি আবার মেম্বারশিপের ফর্মও পূরণ করল অলস গতিতে। একাধিক মোবাইল নাম্বার সেভ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না কোয়েলের। এখানে আর খেজুর করার কোনো মানে হয় না। অঞ্জনদার কথা মতো ফেরার পথে গড়িয়া থেকে একটা পেমেন্ট আদায় করে অফিসে ফিরবে কোয়েল। ফেরার পথে ভাবছিল কোয়েল বাপ-মা সাধ করে রবিঠাকুরের নাম দিল মেয়েকে, কিন্তু এই চেহারা যে সব পন্ড করে দিল! চেহারাটার সাথে নামটা একেবারেই যায় না। এ ব্যাপারে কোয়েলের দিদিমা অনেক বেশি দূরদর্শী। নাতনী গান গাইতে জানুক, না জানুক গায়ের রঙখানা একদম নামের মানানসই। বেশ কয়েকটা বদ্‌খত জ্যাম পেরিয়ে কোয়েল যখন অফিসে পৌঁছল তখন ঘড়ির কাঁটা তিনটে ছুঁই ছুঁই ও পেট চুঁই চুঁই। গড়িয়ার শ্রীধর মল্লিক আরও একটা বিজ্ঞাপন দিতে চান– 'অত্যাধুনিক বিয়েবাড়ি ভাড়া'। কোয়েল খুব করে জপিয়েছে অডিও ভিস্যুয়লের জন্য। মল্লিক নিমরাজি। এই একাউন্টটা পেলে ওরা পাকাপাকি ভাবে একটা অডিও-ভিস্যুয়াল 'উইং' খুলতে পারে। নিরঞ্জন ক্যামেরাটা সামলে নেবে। একটা ভালো এডিটার ধরতে হবে। পার্থদার সঙ্গে কথা বল্‌লে কেমন হয়? নিজের চেয়ারে বসে পর পর ডিলগুলো সাজাচ্ছিল কোয়েল। রতনকে ডিম টোস্ট আনতে দিয়েছে কখন, এখনও তার পাত্তা নেই। উপরন্তু আবার পঞ্চমের পওেলা...দিল লেনা খেল্ হ্যায় দিল্‌দারকা। ''মাথায় উঠল ডিম-টোস্ট। এক্ষুনি বসের চেম্বারে যেতে সবে। মনিব যে আজ বড্ড বেশি উতলা। ব্যাগ থেকে দুটো বিস্কুট একসঙ্গে মুখে পুরে জলের বোতলটা হাতে নিয়েই ছুটল কোয়েল। ষোলোশ টাকা ফেরত পাবে অঞ্জনদা। এক কাপ কফির বেশি ওই রেস্তোঁরায় আর কিছু অর্ডার করতে দমে কুলোয়নি ওর। সুইং ডোরটা ঠেলে ঢোকা মাত্র খুব অপরিচিত গম্ভীর গলায় অঞ্জনদা বলল।

–দরজাটা বন্ধ করে বোস্।

কেউ কি কাঠি করেছে অঞ্জন ব্যানার্জীকে? এত গম্ভীর কেনরে বাবা। জলটা খেতে গিয়েও ঠিক ভরসা হচ্ছিল না। কোয়েলের। অঞ্জনদা স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কোয়েল চোখের দু'বার আগু-পিছু করে ঢক করে জলটা খেয়ে ফেলল। ষোলোশ টাকা ফেরত দিতে হবে। কিন্তু মনিব যে আজ একদম অন্য জগতে মনে হচ্ছে। এখনও ওরকম স্থির চোখেই চেয়ে আছে ওর দিকে। কোয়েল কিছু বলার আগেই অঞ্জনদা বলে উঠল,

–তোকে এক্ষুনি, কতগুলো কাজ করতে হবে, এক এখনই তোর ফেসবুক আগাগোড়া ডি-অ্যাকটিভেট কর। দুই, তোর দুটো ফোন নাম্বারের যেটা অফিস পারপাসে ব্যবহার করিস, ওটাতে কৃষ্ণকলি সান্যালের ফোন আসবে। আর আগামী এক মাসের মধ্যে তোকে চারবার কৃষ্ণকলি সান্যালের বাড়ি যেতে হবে। প্রথম দুবার মিস্টার সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে , বিজ্ঞাপনের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণকলি যেন সেটা দেখতে পায়। তোর পরিধেয় থেকে হাতে কী থাকবে সবটাই যথা সময়ে বলে দেওয়া হবে।

–কৃষ্ণকলির সঙ্গে কী বলে দেখা করবি? একটা কারণ থাকা চাইত!

–বলবি পাড়ার সরস্বতী পূজোর আয়োজনে ওকে নিমন্ত্রণ করছিস– পাড়ার মহিলা ক্লাবের সদস্য করতে চাস– তোদের পাড়াটাতে বেশ নারীশক্তির বাড় বাড়ন্ত, আপত্তি করবে না বোধহয়।

–আর শেষ দিন।

–ওই দিন শুধু একটা জিনিস পৌঁছে দিবি। আর মাথায় রাখবি, কৃষ্ণকলির রিঅ্যাকশান যাই হোক না কেন, তোকে কিন্তু আমার স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী চলতে হবে।

–আমার ঠিক ভালো লাগছে না ব্যাপারটা।

–ওটা ইনিশিয়ালি।

সৃষ্টিসন্ধান

মনিবকে প্রশ্ন করেনা কোয়েল। এতকাল উত্তরগুলো তার জানা থাকত। শুধু এবারই হোঁচট খেতে হচ্ছে। অঞ্জনদার চেম্বারটায় দ্রুত চোখ বোলাচ্ছিল কোয়েল, মাধবীলতার গন্ধটা আসছে কোথা থেকে? আর বসে থাকার কোনো মানেই হয় না। দরজার দিকে এগোচ্ছে, হঠাৎই অদ্ভুত প্রশ্নটা করল অঞ্জনদা।

—ভিক্টোরিয়ার পরীটাকে কখনও ঘুরতে দেখেছিস?

এই প্রশ্নের উত্তরে একটু দুষ্টুমি না করে পারল না কোয়েল, সটান জবাব দিল,

—হ্যাঁ। বন্ধুদের সঙ্গে মাল খেয়ে।

—যা ভাগ্।

কোয়েল সুড়ুৎ করে সটকে গেল। খামোকা ভিক্টোরিয়ার পরীকে নিয়ে টানাটানি আবার কেন? সে বেচারী মনের সুখে দাঁড়িয়ে আছে, তা পোষাচ্ছেনা, আবার ঘুরতেও হবে। লোকের স্থাবর -অস্থাবর - চলমান সমস্যা নিয়ে আর ভাবতে পারলো না কোয়েল। কাল থেকে তার রহস্যময়ীর ছদ্মবেশ। সকালে কৃষ্ণকলির সম্মুখে মিস্টার সান্ন্যালের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সাদা খোলের ঢাকাই জামদানি অঙ্গে জড়িয়ে। শাড়িটার সাপ্লাই অবশ্য কোম্পানি করেছে। তার ওপরে ঘাড়ের কাছে খোঁপা বাঁধতে হবে। আর হাতে থাকবে নীল রঙের একটা ফাইল। মি। স্যান্যালের সঙ্গে কথাবার্তা অবশ্য সবই অফিসিয়াল। বাকি পুরোটাই কোয়েলের কাছে ধাঁধা। তারপর আর বিকেলে ফোটো স্যুট্। শাড়ি সব ব্যাপারেই এখানে কমন'। এই সখী সেজে ঘোরাফেরা, বারাটাই পোষাচ্ছিল না কোয়েলের। তাতাই অবশ্য আগেই খব এনে দিয়েছিল 'ভালোবাসায়' হাইড্রো-ফোবিয়ার কোনো ভয় নেই। ওরা কুকুর পোষেনা, ফাস্টহাফের খেলাটা নিখুঁতই খেলল কোয়েল। যদিও কার্য কারণ কিছুই সে জানে না। আর কেন জানে না, সেটা মনে আসতেই মাধবীলতার গন্ধ পায় ও।

আগামী কাল থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবে। অর্থাৎ কৃষ্ণকলির সঙ্গে সাক্ষাৎ। গত দিন কৃষ্ণকলিকে একটু অন্যরকম লাগছিল। অন্যমনস্ক, চোখে কেমন একটা ভয়। বিশেষ করে ওকে যখন মিষ্টি দিতে এসেছিল, ভালে করে লক্ষ্য করেছিল কোয়েল— যেন কৃষ্ণকলি ওকে দেখার জন্যই নিজের হাতে মিষ্টি এনে ছিল, কাজের লোকের হাতে পাঠায়নি। ওকে দেখে যেন ভয় পাচ্ছে কৃষ্ণকলি।

তিন

অফিস থেকে রোজ বাড়ি ফিরে হালকা গরম জলে চান করে কোয়েল। আজও চান সেরে পরিপাটী করে বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল কোয়েল। মা-বাবা দু'জনেই এখন জামশেদপুর। সামনের বছর বাবার রিটারমেন্ট। চুটিয়ে হানিমুন করছে দুজনে। এখনকার ফ্ল্যাট কোয়েল তাতাই আর গিরিজাদি থাকে। পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে ছোটকারইরা...আর ওপরের ফ্ল্যাটেই মিতু মাসিরা। অতএব 'একা একা থাকার' যথেচ্ছচার করতে পারে না কোয়েল। ওর বন্ধু বল্লবী যেমন নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকে। বাড়িতে ঢপ দিয়ে মাঝে মাঝে সেখানে আড্ডা জমায় কোয়েল। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে একটু আধটু মাল খাওয়াও হয়। নিরঞ্জন হচ্ছে যোগানদার। অনেক উচ্চগ্রামের আলোচনা হয় সেখানে, কোয়েল যদিও বিশেষ দাঁত ফোটাতে পারে না। তবু জ্ঞান শোনাওতো কম সৌভাগ্যের নয়! তাতাই ঘরে ঢুকেই নাক সিঁটকে বলল,

—কী মেখেছিস দিদি? বিশ্রী গন্ধ?

—তাতে তোর কী? নিজে একদিনও সাবান দিয়ে চান করিস না— আবার কথা!

তাতাই চোখ দুটো গোল গোল করে গা জ্বালানো হাসি হেসে বলল,

—ও বাবা! আবার পরী সাজা হয়েছে?

—এটা কাফতান গাধা!

—তোকে শাকচুন্নির মতো লাগছে। আর নিজেকে ভাবছিস ভিক্টোরিয়া পরী।

—বেশ করছি ভাবছি। আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই সেজেছি। আজকাল বুঝি খুব বিড়ি টানতে যাচ্ছিস ভিক্টোরিয়াতে?

—তোর মতো নাকি? আচ্ছা এমন খেপুচরিয়াস হয়ে আছিস কেন? বস হুড়ো দিয়েছে?

—না। তোদের সরস্বতী পূজোর চাঁদা কাটা শুরু হয়ে গেছে?

—না। কেন?

—এমনি! এবার ভিখিরির মতো ঘুর ঘুর করছিস না, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

—বয়েই গেছে তোর কাছে চাইতে। দিস তো মোটে একশ টাকা।

—জোচ্চোর। গতবার সাতশটাকা নিয়েছিলি।

—সে তো চাকরি পাবার লোভে দিয়েছিলি।

—এবার এক পয়সাও দেব না।

তাতাই মহিষাসুরের মতো ওর চুলগুলো ঘেঁটে, টিভিটা বন্ধ করে রিমোট নিয়ে চম্পট দিল। কোয়েলের আর চেঁচাতে ভালো লাগছে না। ক'দিন ধরেই মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। ধুস। অঞ্জনদা যে কীসব ভুলভাল কাজ দিচ্ছে। মান্ধাতার আমলের বস্তাপচা সিনেমার প্লটের মতো। নায়িকা সাজগুজ করে করে বেরু বেরু যাচ্ছে আর গোয়েন্দা পিছু নিচ্ছে। নায়িকার চোখ মুখ আম্‌সি হয়ে গেছে, ব্ল্যাকমেলার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শাসাচ্ছে!— কোয়েল নিজের মনেই ধাক্কা খেল— ব্ল্যাকমেল। অঞ্জনদার কী এমন দরকার কৃষ্ণকলি সম্পর্কে জানবার। অতীতের কোনো সম্পর্ক?

সৃষ্টিসন্ধান

ব্ল্যাকমেল করছে না কি অঞ্জনদা? কী সর্বনাশ! কেস তো রীতিমতো ঘোটালা। ঋতদাকে খুঁচিয়ে লাভ হবে না, মুখ খুলবে না। অঞ্জনদা বলেছিল এর অফিশিয়াল নাম্বারটাতে কৃষ্ণকলি ফোন করবে– মানে একবার ওই নাম্বার থেকে কৃষ্ণকলিকে ফোন করলে কিছু জানা যেতেও পারে। আর ফেসবুকের অ্যাকাউন্টটা বিঅ্যাকটিভেট করতে বলল, অঞ্জনদা– তার ছবি তুললো ভিক্টোরিয়াতে– ছবিগুলো সিপিয়া টোনে– কোনোটাতেই কোয়েলের মুখ স্পষ্ট নয়– শাড়িগুলো অঞ্জনদার নিজে বেছে দিয়ে– এর তো একটাই মানে হয়। মাথার শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ করে উঠ্‌লো কোয়েলের। বেশ সেও এর শেষ দেখে ছাড়বে। চিত্রনাট্য অনুযায়ী সে কাজ করবে– শুধু একটা ফেক্‌ আই.ডি খুলে এফ. বি তে চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। হাতের কাছে মোবাইলটা টেনে কৃষ্ণকলির নাম্বারে ফোনটা করেই ফেলল কোয়েল। ধাতব কণ্ঠস্বর বলছে...নম্বরটি ব্যস্ত আছে। এটা জানা কথা। বড়লোকের সুন্দরী বউদের ফোন ব্যস্তই থাকে। কোনো কাজ না থাকলে যা হয়। আবার ফোন করল কোয়েল, এবার রিং হচ্ছে...হয়েই যাচ্ছে। নাহ্‌ কেউ তুলল না। পরপর তিনবার ফোন করার পরওযখন সাড়া পাওয়া গেল না, কোয়েলের ভুরু তখন নিজে থেকেই কুঁচকে গেল।

আজ সে কৃষ্ণকলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। পরনে কালো তাঁতের শাড়ি। এত সাজানো গোছানো ড্রয়িংরুমে এর আগে আসেনি কোয়েল। এসব বাড়িতে কর্তা-গিন্নির আলাদা - আলাদ লিভিং রুম থাকে। এটা কোয়েলের সেকেন্ড ইনিংস–চিত্রনাট্যের দ্বিতীয় অধ্যায়। কৃষ্ণকলি মিনিট তিনেকের মধ্যেই তার সামনে এল। কোয়েলের নড়তেও দ্বিধা হচ্ছিল। এত স্বচ্ছ সবকিছু, যেন সিনেমার সেট, নড়লেই খান্‌ খান হয়ে ভেঙে যাবে। কৃষ্ণকলিকে আগের থেকে আরও বেশি বিধ্বস্ত লাগছে। এত দ্রুত ওজন কমতে সে কাউকে দেখেনি। ভীষণ অগোছালো চেহারায় সাদা হাউসকোটে কৃষ্ণকলি সামনের সোফায় বসে, সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে। কোয়েল তৈরি হয়েই এসেছিল,

–আমাদের পাড়ায় আপনারা নতুন। পরিচয়ও তেমনভাবে হয়নি, আসলে এ পাড়ার সরস্বতী পূজোটা আমরা মেয়েরাই অর্গানাইজ করি। আপনি আশা করছি সহযোগিতা করবেন।

–চাঁদা লাগলে বলো কত টাকা?

–না, শুধু চাঁদা নয়, উপস্থিতিটাও খুব জরুরি

–চেষ্টা করব। আর কিছু?

ভীষণ অপমানজনক পরিস্থিতি। তবুও দাঁতে দাঁত কামড়ে হজম করছিল কোয়েল। কী অসভ্য ব্যবহাররে বাবা, নিজেকে সামলে খুব মোলায়েম কলায় ও বলল

–আপনারা কতজন মেম্বার?

একটু যেন চমকে গেল কৃষ্ণকলি। সন্দিগ্ধস্বরেই বলল,

–কেন বলো তো? এত খবরে তোমার কী দরকার?

–না, দরকারটা আমার নয়, ক্যাটারারদের। সরস্বতী পূজোর ভোগ খাবেন না?

কৃষ্ণকলির চোখ দুটো খুবই কালি দেখাচ্ছিল। একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলল,

–তিনজন।

এবারই মোক্ষম কথাটা বলে দুর্বোধ্য প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে কোয়েলকে। সোফা থেকে উঠতে উঠতে কোয়েল বলল,

–তাহলে চাঁদার ব্যাপারে মিঃ সান্যালের সঙ্গে আলোচনা করে নেব।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকলি কেমন যেন আঁৎকে উঠল। মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। হিস্‌হিসে গলায় বলে উঠল কৃষ্ণকলি,

–কে পাঠিয়েছে তোমায়? অঞ্জন? এই কালো শাড়িটা কোথা থেকে পেয়েছে?

–এটা আমার শাড়ি।

–মিথ্যে কথা! তুমি তিন দিনই অঞ্জনের কথা মতো এসেছ। আমি সব বুঝতে পারছি এখন?

–আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। আচ্ছা নমস্কার।

কৃষ্ণকলিকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ দেয়নি কোয়েল। এই শাড়িগুলো তাকে পরিয়ে ভিক্টোরিয়ায় ছবি তুলেছে সেগুলো এফ. বি তে আপলোড করবে অঞ্জনদা –এখনও করেনি। একটা ফেক্‌ আইডি বানিয়ে যেটুকু জেনে নিয়েছে কোয়েল। তার সহ্য শক্তি খুব বেশি, নাকি ও সম্পূর্ণ নির্বোধ বুঝতে পারছিল না কোয়েল। অঞ্জনদা ও সম্পূর্ণ যে এখন বাড়াবাড়ি রকম অন্যায় করছে তাতে সন্দেহ নেই। কোয়েল ভেবেছিল পুরনো বন্ধুর সঙ্গে প্র্যাক্‌টিকাল জোক করছে অঞ্জনদা। কিন্তু এ তো আবেগ নিয়ে খেলা। কৃষ্ণকলি যদি কিছু একটা করে বসে? আর সব থেকে বড়ো কথা, এখানে এভাবে কোয়েলকে ব্যবহার করার কোনো মানেই হয় না। অফিসে ঢুকে আজ আর ও দেখা করল না মনিবের সঙ্গে। দরকার হলে একাজে ইস্তফা দিতে হবে। রতন একটা সাদা খাম নিয়ে উপস্থিত–

–দাদাবাবু এটাকে পৌঁছে দিতে বলেছে।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে টেবিলে রাখল রতন। 'ভালোবাসার ঠিকানা' লেখা রয়েছে। আর একটা ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে (দু সপ্তাহের জন্য ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি। খামটা দশদিনের মাথায় পৌঁছে দিস')–

অসহ্য! বেয়াদপির একটা সীমা আছে। এভাবে লিখে গেছে মানে মোবাইলে এখন আর পাওয়া যাবে না। তবুও কোয়েল ফোন করল...'সুইচ্‌ড্‌ অফ'। এসব বদ খেয়ালের কোনো মানে হয়? বাড়াবাড়িটা বরদাস্ত করতে পারছে না কোয়েল। পারছেনা মাধবীলতার নাছোড়বান্দা গন্ধটা। আজ একবার কোনো বিদ্‌ঘুটে দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। গাড়িয়ার শ্রীধর মল্লিককে নিয়ে নিরঞ্জন অপেক্ষ করছে। মালিকের অনুপস্থিতিতে হ্যাপাটা ওকেই সামলাতে হবে। যতক্ষণ চাকরিটা করছে ততক্ষণ অন্তত: কাজটা ভালোভাবেই করা উচিত। অকেজো মনে কেজো একটা দিনে ব্যস্ত হয়ে উঠল কোয়েল। কৃষ্ণকলিকে দেবার খামটা ব্যাগে ভরতে ভরতে কেন যেন চোখে নানান মাপের আর্ট পেপারের টুকরো ভাসছিল।

সৃষ্টিসন্ধান

ভেবেছিল আজ এরবার পল্লবীর ওখানে যাবে, মাল খাবে ও বাড়ি ফিরবে না। কোনোটাই হলো না। পল্লবী আউট এফ স্টেশন–গড়িয়ার পার্টি কেসটা মুলতুবি রাখল, মালিক ছাড়া নাকি এসব ব্যাপারে কথা দিতে নেই। ওদিকে ওর পেন ড্রাইভটা নিয়ে যে কী করেছে অঞ্জনদা তা ভগবান জানে। একটা প্রোজেক্টও এগোচ্ছে না। শুধু এই কোয়েল সর্মাই কেস খাবার জন্য বসে আছে। অ-স-ম্ভ-ব! চুলোয় যাক চাকরি–চুলোয় যাক সব। কালই জামশেদপুরে চলে যাবে ও। বাড়ি ফিরে কোয়েল দেখল সেখানে আরেক চিত্তির। তাতাই একশ তিন জ্বর তুলে শয্যাশায়ী। সুতরাং দিদিগিরি টু, আয়াগিরি পুরোটাই করতে হবো কোয়েলকে। তাতাই ভালোই ভেল্কি দেখাল আটদিন ধরে। আজ সকাল থেকে ওকে অনেকটা ঝর্‌ঝরে লাগছে ওকে। ক্যালেন্ডার দেখতে গিয়ে খেয়াল হলো আজই সে দশম দিন। কৃষ্ণকলিকে খাম পৌঁছাতে যাবে সে। তবে আরও একটা খাম অঞ্জন ব্যানার্জীর টেবিলের ওপর রেখে আসবেও। ব্যাপারটাতো জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন। সেদিন তাতাইয়ের জ্বরটা কিছুতেই নামছিল না। গিরিজাদিকে একরকম জোর করেই শুতে পাঠিয়ে জলপট্টির দায়িত্বটাও নিজেই নিয়েছিল। রাত্রি আন্দাজ পৌনে একটা নাগাদ কৃষ্ণকলির ফোনটা এলো কোয়েলের অফিসের নম্বরে। অঞ্জনদার ভবিষ্যদ্‌বানী অনুযায়ী এটাই হবার ছিল। তাছাড়া কৃষ্ণকলির 'মিস্‌ড কল' এর লিস্টেও কোয়েলর এই নাম্বারটা রয়েছে। হয়ত ভেবেছে এটা অঞ্জন ব্যানার্জীর নাম্বার, অন্তত! সেটাই ভাবতে বাধ্য করা হয়েছে কৃষ্ণকলিকে। ফোনটা ধরা মাত্র এক নাগাড়ে বলে গেল কৃষ্ণকলি–

এফ. বি. তে আমাদের পুরনো ছবি আপলোড করবে বলে হুমকি দিচ্ছ অঞ্জন? আমার ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করেছ আমাকেই নীচু করতে? এত নীচুতে নেমেছ? যাকে একদিন ভালোবাসতে তাকে পুরনো স্মৃতিগুলো দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করছ? তুমি মানুষ? এত ঈর্ষা তোমার। আমি একজন সফল মানুষকে বিয়ে করে সুখী হয়েছি, সেটা সহ্য করতে পারছ না। তোমাকে ফেরত দেওয়া তোমার উপহারের শাড়িগুলো পরিয়ে ভাড়াটে মেয়ে মানুষ পাঠাচ্ছ আমাকে ভয় পাওয়াতে। আজকাল এরকম দাদাল পোষো বুঝি? শুধু একটা জিনিস জানাওনি– এর বদলে কী চাও? টাকা? আমার শরীর। সংসারে ভাঙন? কী চাও? ভেবেছিলাম আমি পারিনি, তুমি দেখবে ভিক্টোরিয়ার পরীটাকে ঘুরতে...তুমি নষ্ট হয়ে গেছ অঞ্জন।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে যাওয়ার পর শেষ কথাগুলো আর শোনা যায়নি কান্নার দমকে। কোয়েল মোবাইলটা কানে ধরে নিথর হয়েছিল...সে পোষা মেয়ে মানুষ' – 'ভাড়াটে দালাল'– অঞ্জনদা এটা কীভাবে করতে পারল তার সাথে? যে কোয়েল কোনো প্রশ্ন না করেও উত্তরগুলো বুঝতে পারে...যে কোয়েল প্রায় প্রত্যেকদিন নানান মাপের আর্ট পেপার লুকিয়ে রেখে আসে অঞ্জনদার ঘরে– যদি কোনও দিন তারা জন্যও কিছু লেখা থাকে, এই আশায়। কিন্তু এই লোকটা তো দস্তুর মতো পশু। আর দেরি করেনি কোয়েল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল– শেষ খামটা কৃষ্ণকলিকে পৌঁছে রেজিগনেশান লেটারটা সেদিনই অঞ্জনদার টেবিলের ওপর রেখে আসবে।

চার

তা তাইকে জলখাবার খাইয়ে, দুপুরের পথ্য ঠিকঠাক করে তৈরি হচ্ছিল কোয়েল। আর কারো কথায় নয়, আজ নিজের ইচ্ছেতেই ও একটা বাসন্তী পাড়ের সাদা খোলের শাড়ি পরেছে। তাতাই দুর্বল গলাতেও ফুট্ কাটলো–

বিরহী সরস্বতী সেজে অফিস যাচ্ছিস? ক্লায়েন্ট ভেগে যাবে।

–যাক। ওষুধগুলো ঠিকসময়ে খেয়ে নিস।

কোয়েল নিজের গলার স্বরে ক্লান্তি টের পাচ্ছিল। রিক্সা নিয়ে কৃষ্ণকলির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। কে জানে কেন আজ আর অস্বস্তি হচ্ছে না। কাজের লোক এসে দরজা খুলে দিল। ভেতরে যাওয়া সমীচীন হবে না। মিনিট দুয়েকের মধ্যে যে ভদ্রমহিলা তার সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে কষ্ট করে চিনতে হয়– মাত্র মাস খানেকের ব্যবধানে কী ভীষণ রোগা হয়ে গেছে কৃষ্ণকলি। চেহারার কৃত্রিম জৌলুসটাও উধাও। চুলগুলো আলগোছে করে খোঁপা বাধা। পরনে সাড়ি। কে জানে কেন গায়ের রং টায় একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধ শ্যাম - আভা ফুটে উঠেছে– মনে হচ্ছিল, 'কৃষ্ণকলি' নামটা বেশ যায় এই চেহারাটার সঙ্গে। কোয়েল খামটা দিয়েই চলে যাচ্ছিল।

কৃষ্ণকলি শুকনো হেসে বাধা দিল। বলল,

–শুনেই যাও।

–কী?

–ব্ল্যাকমেলের কারণটা

খামটা থেকে সাদা কাগজ বার করে পড়ল কৃষ্ণকলি– ''পথের যে মোড়ে হাত ছেড়েছিল হাত...ভিক্টোরিয়ার পরী দেখেছিল ভেজা চোখ...তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যই এই অপচেষ্টা। বেয়াদপিটা করলাম, কারণ তোমার ওই 'এন. আর. আই চেহারা সহ্য করতে পারলাম না। কাল দেখলাম আড়াল থেকে, যেখানে তোমাকে ছেড়ে এসেছিলাম, সেখানেই ফিরে গেছ।''

'আসছি' বলে কোয়েল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। এর কোনো ক্ষমা হয় না– একটা অর্থহীন সোখীন ইচ্ছে পূরণ করতে ওকে এত জঘন্য ভাবে ব্যবহার করার কোনো কারণ ছিল না। অফিসে ঢুকে নিজের জায়গায় না গিয়ে সোজা অঞ্জনদার কেবিনে ঢুকলো কোয়েল। কান - মাথা জ্বালা করছে, চোখে কট্‌কট্ করছে। এতটা তাচ্ছিল্য সে সত্যিই আশা করেনি। ইস্তফা এটা টেবিলের ওপর রাখতে গিয়েই চোখে পড়ল একগুচ্ছ নানান মাপের আর্টপেপারের দিস্তা রাখা রয়েছে সেখানে। এতো তারই লুকিয়ে রেখে যাওয়া পাতা– প্রত্যেকটার ওপর তারিখ বাসিয়েছে তার মনিব...সর্বশেষ পাতাটায় গতকালের তারিখ...ফার্স্ট ব্র্যাকেটে লেখা... ''(ব্যাঙ্গালোর যাইনি, গা ঢাকা দিয়েছিলাম। চটিসনা। তোর ছবিগুলো দিয়ে কোলাজ করছি। দুজনে চুপিচুপি দেখব...)'' আর তার নীচে লেখা–

সৃষ্টিসন্ধান

বাড়ি ছেড়েছিলাম
বাবার সাথে বনিবনা হয়নি তাই?
বাড়ি ছাড়লাম,
অঙ্গে অকাল বার্ধক্য নামল না তাই!
বাড়ি ছেড়েছিলাম
কবিতায় কাটাকুটি হয়নি তাই।
চিলে কোঠায় রয়ে গিয়েছিলি তুই
ঘরে নামিয়েছিলি পলাশ সন্ধ্যা।
ছুঁয়েছিলি হতচ্ছাড়া বসন্তের হাত
বুকে জড়িয়েছিল বিরহী বই মলাট।
ঘরের কোনে রেখেছিলি 'মন খারাপ'।
ঘরের কোনো রেখেছিলি 'মন খারাপ'।
দরজার খড়খড়িটার পিছনে
রেখেছিলি পিচ্ছিল শব্দগুলো
''...কৃষ্ণকলি তুমি কারে বলো?"

...তোকে ভালোবেসেই তো ঘরছাড়া হলামরে পাগলী
বাজে হিসেব কষলি এদ্দিন!"

–বসন্ত সত্যিই হতচ্ছাড়া–মাধবীলতার গন্ধে বেভুল হয়ে কোয়েল ঠোঁট কামড়ে ভাবছিল এতগুলো বসন্ত পার করেও সে বোঝেনি 'রবি বুড়ো' কেন বলেছিল 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।"

সৃষ্টিসন্ধান